প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ১৯৫৭

প্রচ্ছদ এবং অন্তর্চিত্র : নীরদ মজুমদার

প্রকাশক : গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্লক প্রকাশনী।
১২ তেলিপাড়া লেন কলকাতা-৪

ছেপেছেন : শংকর মিত্র। বি. এম. ট্রেডার্স (মোটার প্রেস ডিভিশান)
১২ তেলিপাড়া লেন, ক'লকাতা - ৪।

মাকে

শিল্প দিনযাপন



নচিকেতা
গুণান্বিতেষু

নতুন এসেছি

আমাকে দেখ, আমি তোমাদের কাছে নতুন এসেছি
আমার হাতের মুঠোয় বালকবেলার নদী
ভাসতে ভাসতে যাওয়া যায়

ভাল বুঝলে জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠব
বলব কে আমায় এমন লৌকিক হতে শেখাল ?
ভুলে গেছি আমি সব চেনা কথার স্বাদ
শুনছি কারা যেন ডাকছে আড়াল থেকে
পৌঁছচ্ছে ডাক সুন্দরের ।

অনুযোগ নেই জুড় করা অভিমানও না।
আমাব সামনেই আমি আছি, আছ তোমরা
অঙ্গন থেকে অঙ্গনে যাচ্ছে রোদ্দুর
যে ভাবে আমার বালকবেলার নদী
ঘাট পেরিয়ে ঘাটে যাচ্ছে ।

আমাকে দেখ, আমি তোমাদের কাছে নতুন এসেছি ।

কোনখানে মহিম

তুমি কোনখানে যাও মহিম
কোন কোণে মুখ রাখ লুকিয়ে
নাকি শ্মশান দেউলে ঘুরে বেড়াও
আমার বুকের ওপর থেকে
তোমার ছায়া সরে যখন দূরে
আমি তখন বুকের ভেতর
গ্রীষ্ম বুঝি।

নিবিড় হওয়া মানেই ছায়া
মিশিয়ে দেওয়া তোমার পাশে
আমার আরো নিবিড় হবার
ছিল প্রয়োজন ?

আগুন রঙে রাঙিয়ে ফরাস
পাতলে আমার চলার পথে
চলতে আমার দহন লাগে
তুমি কি আমার যাওয়া আসা
বাজিয়ে নিতে চাও ?

মানুষজন থেকে সরে গেছ
কোন অনন্তে আছ মহিম ?

বাঘ

আছে মানুষের মত প্রসারিত থাবা
সব নয়, কিছু মানুষের মত
ডোরা ডোবা কাটা দাগ আছে গায়ে
তালডাঙার পরেশের পাঁজরের ক্ষতের মত
নির্মাণ কৌশলেই যা কিছু ভিন্নতা।

সব দিক থেকে উঠে গেলেই পাহাড়
প্রাণ ও মস্তিষ্ক উর্বর হলেই মানুষ
দিদিমারা কাঁদে ছোট্ট পাখির দুঃখে।

তারও প্রাণ আছে, আর আছে তীব্র প্রাণ ক্ষুধ
তার বন্য লোভের মত চকচকে সজ্জিত লোভ
নির্মাণ কৌশলেই যা কিছু ভিন্নতা
মানুষ আর বাঘ, যেন ও মানুষ।

সামনের বনে এক বাঘ করুণার চোখে
তাকিয়ে ছিল তালডাঙার পরেশের দিকে।

কেউ নেই যে ভুলিয়ে নেবে

কাছে কেউ নেই, দূরেও নয়—যে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে
সবাই একক
আমরা রক্তাক্ত গোলাপের কাছে যাই
সবুজ ফসলের কাছেও
জলের ভেতর জেগে থাকে তার বিষণ্ন চোখ
প্রতিবিম্ব দেখ।

আমার শুধু একটা কথাই বলার ছিল
এখন সবাই দ্রুত চলে যাচ্ছে
ঝাপসা চোখ আলোয় ভরে উঠছে
হাতের কাছেই লুকিয়ে আছে সন্ধান।

বারণ ছিল কাছে যাওয়ার, নীল গাঢ় নীল
লুকনো আগুন জ্বলছে সবদিকে, রাস্তাঘাট খোলা
নিকটেই রাজা আছেন
আছে যুদ্ধ, জয়ের সম্মান

অথচ কাছে কেউ নেই—দূরেও নয় যে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে

বাগানে গ্রীক দেবতার মূর্তি

গ্রীক দেবতার পায়ের নীচে একটি হাত বাড়ানো
কেউ পালিয়ে যাচ্ছে,
বইয়ের পাতায় ক্রুসেডের নাইট
একটি ভিখারীর চোখ জলছে।

তুমি বসে আছ ধ্বংসের ওপর
হাত মুঠো করা
ফুলে ওঠা পেশী, শিরা
চোখে পড়ছেনা কিছু,
ক্রুসেডের নাইট নিজের গলায়
ধারাল অস্ত্র ধরে আছে ;

কাছের গাছগুলো লোহার মত দাঁড়িয়ে
অসংখ্য চোখ জলছে
একটি হাত বাড়ানো।

অভ্যন্তরের শব্দাবলী

ক্রমশ খুলে যাচ্ছে ওপর দিকের সমস্ত দরজা
শুধু একবার চোখ তুলে দেখা চারদিক
সূর্যের বিচিত্র ভঙ্গী
নক্ষত্রের নিত্যবদল
তারা সব দিনে রাতে দেখে যায় আমাদেরও।

ক্রমশ দৃঢ় হয় বুকের সমস্ত বাঁধন
আজ আর কেউ বুক ভেঙে দিয়ে যেতে পারবেনা
আমি খালি পায়ে ছুঁয়ে আছি মাটি
মেপে নিচ্ছি তাপ, অন্তরঙ্গতাও।

দূর দুরান্ত থেকে জয়ের খবর
আলোর মত ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের ওপর
ভূমিকম্প ছাড়াই কেঁপে উঠছে
রাঢ়-পুণ্ড্র-সুহ্ম-গৌড়ের মাটি
আমি সেই সব কম্পনের মধ্যে ধরা পড়ে গেছি।

দেখে নাও ঐ দূরদেশের রক্তচন্দন গাছ
আজ হেরে যাওয়া বলে কিছু থাকবেনা।

বায়বীয়

তিনি বললেন কোন দিকে বাতাস বলতে পার ?
মলয় সমীরণ সাড়া দিল
পথের পাঁচালীর দুর্গার মত ছুটতে লাগল
কাশবন দুলিয়ে
ঘুরতে থাকে প্রশ্ন দিনের মধ্যে, রাতের মধ্যে
বইতে লাগল বাতাস উদার
লোকান্তরের কবিদের অস্থিচূর্ণ
চন্দন সৌরভের মত ভাসতে লাগল

প্রকৃতিও ঘুরতে ঘুরতে দেখল অনিয়ম
বসন্তকালে দুঃখী রঙের থোকা থোকা
ফুল ফুটেছিল
টনক নড়ল সৃষ্টির
গাছের মগডাল নড়ল, স্থির রইল কাণ্ড
প্রশ্ন ঘুরতে লাগল বাতাসের পেছনে।

নিয়ম

নিয়মকে নিজের হাতে নিয়ে বলব
তুমি আমার হলে
সমস্ত ছন্দের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বলব
বাক্যেই তোমার বিকাশ
আমি তো আকাশ ফাটিয়ে বলতে পারি
প্রয়োজন নেই
হাতের গোড়ায় গড়ে নেওয়ার রূপ
পরে আছি যুদ্ধ জয়ের সাজ

আমি আনন্দের, নিরানন্দেরও
জলস্থলে একাকার হয়ে যাচ্ছি
ঘাস হয়ে শুয়ে থাকছি মাটির ওপর
চোখ মেলে দেখছি চারদিকে পৃথিবী
চারদিকে পূর্ণতা
অপূর্ণতা থেকে সরে আসছি আমি
জন্মাচ্ছে স্পষ্ট করে বলার সাহস
আর মাটির ওপর শুয়ে
গভীর ভাবে দেখার ইচ্ছে জাগছে
চলে যাচ্ছি নিয়ম এবং অনিয়মের বাইরে।

খণ্ড খণ্ড ঝড়

১

তোমাকে বলবনা এস চুক্তি করি
এ পাশে মেঘ ওপাশে মেঘ
দারুণ ঘূর্ণি উঠলে
জটিলতার জল ঝরে পড়ে।

২

তোমাকে নিয়ে ঝড়ের ছবি আঁকা যায়
বালির ওপর ঝিনুক সাজিয়ে বলা চলে
এই যে আমি ছড়ানো
ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলে ধূসর
ঝড়ের মধ্যে ভাসছে।

৩

সারাটা দিন কাটল সুরের মধ্যে
প্রভু আমার সঙ্গীতময়
আমি রূপেই তাঁর ঠিক দেখেছি বৈভব
কে যেন যায় কি যেন যায় রুদ্র সেজে
তোমার আমার মধ্যিখানের সাঁকো।

নির্ণয়

সারা আকাশ জুড়ে মেঘেদের শোকসভা
সারা পথ জুড়ে পরিক্রমা দৃষ্টির
হয়ত চোখ ঘুম পাড়িয়ে রাখে
তাকে চোখের ভেতরেই,
আমরা কি তবে চলন্ত ছায়া ?

এখানে কেউ পুরনো নয়, পেছিয়েও নেই
এমন কি গাছের বল্কলে মলিনতাও
তার গভীরে এক আশ্রয় আছে, আছেন এক সুন্দর
যেমন অরণ্যের স্তব্ধতা, যেমন বস্তুর প্রাণ ।

ইতর পাখিও কুড়িয়ে নেয় ভোজ্যের অবশেষ
বুঝি এভাবেই অর্জিত হয় সমস্ত সুন্দর
যেন শিশু শুয়ে থাকে, জেগে থাকে চোখ ।

ফেলে দিয়েও তুলে রাখি আমার সঞ্চয়
জেগে থাকে অন্তরীক্ষে শোকসভা, বিপুল অশোক ।

আস্থা রাখ

সব মানুষের বুকে শব্দ হয়
নিজস্ব শব্দ
এই যে আমি নিয়ে এলুম ভালবাসার শব্দরাশি
আস্থা রাখ।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে একটু বেড়িয়ে আসি
অনেকদিন পাইনি কোনো মানুষের খবর
বনবাদাড় থেকে আসে কেবল গুমোট গন্ধ
ওপর নীচে হয় অফলা ধ্বনি।

অথচ চারপাশে আছে শব্দের বনবাদাড়
বসতবাড়ি
তাইতো দিলুম জাল ছড়িয়ে
শুষতে শুষতে আঁধার, জ্বালতে জ্বালতে আলো
আমি উঠে আসছি
মেরুদণ্ড খাড়াই
আস্থা রাখ।

দুঃখ ফিরে গেলে

দুঃখ এসে ফিরে গেল
বন্যার বাঁশীতে আহ্বান শুনি 'কোথায় যাচ্ছ ?'
বিকেলের লাল মেঘের লজ্জা
মৃত্তিকায় লুকনো চারা
সম্মানিত হয়ে আসে ;

বিশাল সমুদ্রে ডুব দিয়ে দেখি
জলের বিপুল বিস্তার
উত্থানের আগে শুয়ে আছেন লক্ষ্মী, বল্কল পরা

ফুরিয়ে যায় সম্পদ ভাঁড়ারের
কাকে ধরে রাখবে বৃদ্ধ গাছ, পৃথিবী ?

বন্যার বাঁশীতে আহ্বান শুনি 'কোথায় যাচ্ছ ?'
ঝড় আসে
দুঃখ ফেরে এধারে ওধারে ।

মূলে বাড়িয়েছি হাত

আমি তাকে প্রশ্নের ভঙ্গীতে বললাম, 'মানুষ নাকি তুমি ?'
সে বৃক্ষের মত নীরব রইল
ফুলে উঠল তার মুখের পেশী
দাঁড়িয়ে রইল ছায়া সুঠাম হয়ে
আমি বললাম তোমার ভালবাসা ?
সে বৃক্ষের দিকে আঙুল তুলে দিল
সজল ছায়ায় যেন শিকড় নড়ল কাঙালীর মত।

আমি বিষণ্ণতাকে সজোরে আঘাত করে বললাম
'সরে যাও'
বাড়ালাম বন্ধুত্বের হাত
তোমরা আমার সঙ্গে এস
আর কেন আড়াল হয়ে থাকা
তারা সমবেত, বলল এবার দেখ আমাদের
মূলে বাড়িয়েছি হাত
বাড়িয়েছি ছায়া

আমি বললাম ধরে রাখ আমাকে
তোমাদের অঙ্কুরের মধ্যে।

সিঁড়ি বেয়ে ওঠা

শিয়রে আসে লক্ষ্য, আমি তখন ঘুমিয়ে থাকি
আমি স্বপ্নে শিহরিত হই
যখন সে হাতছানি দিয়ে ডাকে আমায়

আমস্তক মালিন্য ওদের
সে কি ধুয়ে করা যাবে পরিষ্কার ?
কতবার হয়েছি ব্যর্থ ওখানে জল ঢেলে
তবুও কি হাতে জল নিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া ?

লক্ষ্য অনন্য, অন্যান্যও আছে
আবাল্য আমার এই সিঁড়ি বেয়ে ওঠা
আবাল্য পর্বতের সঙ্গে আমার সংযোগ
কয়েকটির দ্বন্দ্বে আমি মুহূর্ত নষ্ট করি।

এ যাবৎ বলেছি যা সত্য
বুকের ভাষায় কি আছে অতিরঞ্জন ?
তবুও তোমার এই না দেখে থাকা
তবুও তোমার এই কৃত্রিম অবজ্ঞা
কথায় যদি স্তব করে দেওয়া যেত যোগ
তবে আমি চিৎকার করে বলতাম
'এখানে নির্মাণ করে নেওয়া কিছু নেই।'

তাই আমার এই সিঁড়ি বেয়ে ওঠা
তাই আমার পর্বতের সঙ্গে কথোপকথন,
এ যাবৎ বলেছি যা সত্য।

সাক্ষাৎ

আমি বললাম বাড়ি কোথায় তোমার ?
তারপর দুটো কুশল প্রশ্ন
সময় ছিল না আর
আমি আর রাস্তা রইলাম তোমার
পথের দিকে চেয়ে
তখনই জ্যোৎস্নার শ্বেত
শিল্পের দুঃখ, একাকার হয়ে মিশে গেল

ভাবলাম বলি
এবার ফেরাও আমাকে
যাতায়াতের কূট হিসেব কি শেষ ?
শানবাঁধানো মেঝের মত সময় ছিল সটান
আমার মধ্যে তোমার মধ্যে টানাচিহ্ন চলাচলের

আমি বললাম বাড়ি কোথায় তোমার ?
অমনি রাস্তা আর তুমি একাকার হয়ে মিশে গেলে

তুমি কি শুধু প্রেমভিত্তিক ছিলে ?

অভ্যন্তরের সংবাদ

বর্ষণের মত আমার প্রকাশ
বেরিয়ে পড়ি নিজের ভেতব থেকে
আব সমুদ্র-ঝিনুকের মত গোপনতা
ঢুকে পড়ি নিজের গভীরে ;
আমি যেতে চাই যত দূরে,
কে আমায় তারও থেকে দূরে নিয়ে যায়
আর তুমি ছায়ার মত নীবব অস্থির
যেতে থাকো আমার সঙ্গে।

সারি সারি ঢেউয়ের মত সাড়া পড়ে গেছে
তুলে দিতে চায় নিজেকেই
কারা যেন তার ছবি দিয়ে গেল
আমার দেখা হল না।
আমি ধরে রেখেছি গভীরে সমস্ত মুখচ্ছবি
সমস্ত বুকেব গঠন

আমি প্রকৃতিব মত ক্ষণস্থায়ী বদল ধলে
কেবল মাত্র সাধারণ চিত্রে
আমাকে পুরোটা বোঝা যাবে না।

আমার ঘুমের মধ্যে

আমার ঘুমের মধ্যে পাশের বাড়ির শার্শিগুলো ভেঙে যায়
আমার ঘুমের মধ্যে ছেলেমানুষের মত বৃষ্টির জল ঘরে ঢোকে
আমার ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখা মাঠ চুরি হয়ে যায়।

তুমি প্রশ্ন করলে, 'এখন কত রাত ?'
আমি আন্দাজে বললুম, 'আড়াইটে'
রাত এক পা এক পা করে আসে
রাত এক পা এক পা করে চলে যায়।

আমি চেতনাগুলোকে
দিবারাত্রির ঘুমের সঙ্গে মিশিয়ে দিই
পাখিদের ঘুম আসে না
ওরা সারা রাত ভোরের গান গাইতে থাকে
আমার ভোর দেখা হয় না
আমি ভোর ঘুমের মধ্যে হারিয়ে ফেলি।

আমি ছেলেমানুষের মত
মাঝ রাতে ভোরের গান গেয়ে উঠি
তুমি তখন প্রশ্ন কর, 'এখন কত রাত ?'

আমার ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখা মাঠ চুরি হয়ে যায়
আমি ভোর ঘুমের মধ্যে হারিয়ে ফেলি।

শিল্পদিনযাপন

নিশীথ ভড়কে

দুপুরবেলায় কালোমেঘ উড়ে গেল কলকাতার ওপর দিয়ে
'জল চাই' হাঁক দিয়ে ভিস্তিয়ালা দেখল আকাশ
বর্তুল আনন্দে শিস্ দিতে দিতে ধরল রাস্তা

বিকেলবেলায় প্রেমিক দেখেছিল টুকরো টুকরো মেঘ
সে ভবিষ্যত ভাঙনের কথা ভাবছিল
ভোর রাত্তিরে বনবুড়ো কাঠের বোঝায় কুঁজো
জ্বলেনা প্রদীপ কোথাও
হরিণের চোখের আলোয় অরণ্যে ভোর হয়।

পৃথিবী ঘুমিয়ে পডলে কবিরা ভাঙাগড়া তুলে ধরে
জীবনের শেষে নক্ষত্র হয়ে ফোটে
আর প্রেমিকের হাসিতে আকাশ উদ্ভাসিত হয়

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি অলীক
নাকি ভালবাসার অসীম
এই যে আমার এলোমেলো ছবি
শিল্পদিনযাপন শুরু।

ক থা বা র্তা



অমিতাভ গুপ্তকে

যারা দূরে যাবেন

দ্রুতগামী কিছু চলে গেলে হাওয়া কাটে
ধুলোরা জায়গা বদল করে
হাঁচি আসে,
পাহাড়ে বেড়াতে যান—শরীর খারাপ যাঁদের
যারা দূরে যাবেন
চোখের ওপর হাত রেখে দেখেন
সেখানে কেমন হবে থাকা।

ভানুমতী বেশ আছে
জানে না ভারতবর্ষ কোনদিকে।

ভবিষ্যত কবিতার খসড়া

১

এই সব কথাগুলো নীল থামের
ভারবাহী শুষ্ক দড়ি শূন্যে ভাসে
দুরন্ত নভশ্চর অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমার বিচারে ফিরে আসে।
ওরা আজ বিষয় পায়না
          ছবিগুলো প্রেমহীনতায় ভুগছে
               মাথা তুলে উৎস খুঁজছে রোগ জীবাণুরা।

ভাস্কর দেবীপ্রসাদ হয়ত মূর্তি গড়বেন,
উদ্দেশ্যহীন চাইবে—
'চৈতন্যচরিতামৃত' নতুন করে লেখা হোক।

২

প্রথম ফাল্গুন জুড়ে বর্ণবিহীন রঙের ভ্রমণ
          স্বচ্ছ অনুভব করা যায় না।
শব মিছিল থেকে কুড়ানো
          দস্তার পয়সার দিন
ভালমানুষেরা সংখ্যায় মন্দ নন
আঙুল মটকান আর কড়িকাঠ গোনেন
ভালমানুষের ছেলেরা জলসা শোনে।

কাজ আর হিসেবের দ্বন্দ্বে হাত দুটো কাঁপে
ওরা এবার দৌড় শুরু করবে
ব্যবধান জুড়ে আছে ক্লান্তি আর কল্পনাবিলাস
দৌড়তে দৌড়তে ওরা ঋতু পার হয়ে যাবে।

আমাদের বিষয়হীনতা

বিশ্বাস

অলীক একটা বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধমূল
টেনে রাখছে
বাড়ছে অনেক ঘুড়ি
কিন্তু একটি মাত্র লাটাই
ধরে আছে।

চারদিক

একটি পশু গা ঘষে যায় বড় একটা গাছে
একটি পাগল গড়াগড়ি খায় ধুলো বালি কাদায়
ধুলো কে সে কি বলে ভাবে?
একটি যুবক
তার মধ্যে অনেকগুলো ইচ্ছে জড় হচ্ছে
একটি সূক্ষ্ম, অনেকগুলোই স্থূল।

আমরা

একদল যক্ষ্মারোগী কাশে
হাওয়ায় নিমগন্ধ
আমরা বসে আছি দারুণ ক্রূরতার ওপর
বিবিধ ভেষজগন্ধ আমরা শুঁকে আছি।

তিনটি কবিতা

ঝড়ে

ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে বিছানার চাদর
কটা বাজে জানতে চাই
ঘড়ি নেই হাতের কাছে
থাকলেও কাঁটাগুলো চলেনা
ক্রমশ কালো, দিন রাত তাৎপর্য বোঝাই যায় না।

ধোঁয়া

পুরনো কলসি থেকে হলুদ ধোঁয়া বেরয়
কাশি হয়েছে শহরের,
এক জন লোক যত দূর পারা যায় দেখছে
ধোঁয়াটা নতুন নয়।

পারাপার

রাস্তা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে
ব্যাকরণ সম্মত রাস্তা
অথচ স্বপ্ন এই চলাচল
প্রজ্বল বিজ্ঞাপনের আড়ালে।

আমাদের অস্থিরতা

নববয় নাগর   নাগরী নববয়
চিরদিন ভৃক পিয়াসা।
সমর কড়াকড়   অঝড় ঝড়াঝড়
তাবত যাবত আশা ॥
অন্নদামঙ্গল/ভারতচন্দ্র

বাসযাত্রী

একটি মোড় পেরিয়ে এলাম
আর কটি ?
ওদিকে ভীষণ জল
না যাওয়াই ভাল
এদিকেও তরল।

ওঠানামা

শূন্যে উঠছে দলাপাকানো কাগজ
রাগী বেড়ালের মত কোনো থাবা লুফে নেবে
বিক্ষিপ্ত পা ফেলে একটি যুবক
পায়চারি করে
সমস্ত কিছুই তার ধূসর মনে হয়
ভাবে, 'কিছু একটা হোক।'

মাৎস্যন্যায়

শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হাত
হাতগুলি নাচে
মাছের আকার নেয়
পরস্পর গ্রাসে উদ্যত মাছ......

অস্থিরতা

কি ভাসে হাওয়ায় ?   অস্থিরতা
নাকি উড্ডীন স্ফীত ফানুস
আমরা যার সুতো ধরে আছি
কথাগুলো জমে যায়
            অবাস্তর
অদিতিরা জল ভেঙে ক্লাশে যায়
উহাদের প্রেমিক থাকে
                  এধারে।

খাদ্য

পৃথিবী প্রোটিন শোষে মরা জন্তুর দেহ থেকে
কি ভাবে বেড়াল, যখন শালপাতা শেষ হয়ে যায় ?

পশুর সঙ্গে সেই প্রীতি বিনিময়
আমরা লিখছি সুখের বিরুদ্ধে, ভয়ের বিরুদ্ধে
ভাবছি বিষয়ের বিরুদ্ধে
কঙ্কালের ভেতর থেকে ভাবী শিল্পের মত স্বর উঠছে।

মাঠ জুড়ে আজ উনিশ একুশ পড়ছে
পাখির কি খাবার নেই গাছের ওপরে ?
উঠছে একটির পর একটি মুখ
মুখ নয়, মুখের হাড়
কেবল দৃশ্যমান
মেঘের চিবুক।

সহসা

সহসা অসংখ্য মই নেমে আসে
আমরা চমকে উঠি
আমরা চমকে উঠি গাঢ় রঙ দেখে

সহসা পদ্যের ভেতর শব্দরা হাঁটতে থাকে
আবার ঝিমোয়
সহসা খতিয়ানের ভেতর থেকে উঠতে থাকে টাকা
ক্রুদ্ধ পুলিশ ডান হাত গুটিয়ে নেয়
সহসা ফুটবল, মাঠ থেকে উধাও হয়ে গিয়ে
পড়ে ঈশ্বরের পায়ে
জাম গাছে ঢিল ফলে
আকাশ থেকে মদ পড়তে থাকে
সহসা স্ট্যাচুর মুখ থেকে পেট্রোল বেরতে থাকে

ভেসে ওঠে প্রেতের আঙুল
সহসা............

ভুল সিংহ

যা দেখছি গেঁথে যাচ্ছে
টিন, খড়, জেলখানার শিক
ভিখারীর ব্যোমবিলাস......
গেঁথে যাচ্ছে

ফর্সা জামার মত দিনকাল
প্রতিদিন ম্লানমুখে বাড়ি ফেরা
দিন দিন ম্লানতর মুখ ;
প্রতিটি দিন তীক্ষ্ণ হচ্ছে
গোধূলি হেসে ওঠে বিষণ্ণ শ্লেষে ।

প্রতিটি খাঁজ হালকা ভাবে ভরাট করা
ধ্বসে যাচ্ছে
বলা যাচ্ছে না স্পষ্ট করে
কেবল গেঁথে যাচ্ছে জেলখানার শিক, খড়, টিন
অজস্র সিংহের স্বর ।

দুজ্ঞেয়

সরে যাক দুরন্ত নরক
উঁচু মুখ বায়ু নরক এড়িয়ে চলে
হাওয়ার শরীর নেই, প্রেতের শরীর নেই
শুধু বিশেষণ জমা হয়।

প্রেতে কি নতুন বাজার চেনে ?
শোনে ঠাকুরের গান ?

শ্লথ গতি, মৃদুনাথ
দেখেছো প্রাণ
দেখেছো তিতিরের বাসাঘর
আর মেঘের পরিবার
শুঁকেছে লবণ ?

আলোয় আগুন পুড়ছে
আগুনে আলো পুড়ছে

শুয়ে আছে ভস্মাবশেষ।

ধর্মের ষাঁড়

গুপ্তযুগ মুদ্রার ষাঁড়
ধর্মের থানে শিং ঘষে
ছেলেরা মজা পায় নতুন খেলায় ;

ইঙ্গিতময় ঘণ্টা বাজে
কেবলই দেরী হয়ে যায়
বড় বেশি কথায় ওঠে পচন গন্ধ
অদ্ভুতসাগরে খোসা ভাসে
ধর্মের ষাঁড় ভোঁতা শিং নাড়ে হাওয়ায়।

শকুনের ছোঁ

মনুমেণ্টের মাথায় খামখেয়ালী শকুন ডানা থেকে
জল ঝাড়ছিল
নিরাশের ছোঁড়া ঢিলে মাথা ঘুরে নেমে এল
অভিনয় মঞ্চের ওপরে
চিত্রিত আটচালা ঘর
পরস্পর অবিশ্বাসে বাস করে কয়েকজন বুদ্ধিজীবি
বিভ্রান্ত দর্শক হাসে অলক্ষুণে হাসি
গুরুত্বের ভঙ্গিতে ভাঁড় বলে
'বিষয়গুলো পুরনো অন্ধকার হয়ে গেছে।'

সহজ মস্তিষ্ক ফুঁড়ে শামুক এক মুখ তোলে
এলোমেলো ছোঁ মেরে শকুন
ঘুমের বড়ির কয়েকটি গুণ তুলে নেয়
চলন্ত বাস থেকে পাখির বণিক তাড়া দেয়

শরীর গরম করে শকুন, তা দেয়
তাড়া খায়।

ছবি ১

শমীক দাসগুপ্তকে

সেই সব দিনগুলো শরণার্থী হয়ে গেছে
সারারাত কবিতার গঠনভঙ্গীর কথা ভেবে
চলে যেত শহরের খাদে
অদ্ভুত জন্তুরা ঘোরে
বাবুলেরা তিন ভাই বেরত শিকারে।

ছাদে বসে ধ্রুপদী গাইত বাবুল
অরণ্যের রাজু পাঁড়ের সঙ্গে স্বভাব বদলের
কথা বলত
নীচের ঘরে আয়না থাকত
দেখা যেত দূর থেকে কেমন দেখায়।

এবারে খানাখন্দের জল নামেনি

বাজারে বসন্তনাথের চিৎকার সাধু হয়ে গেছে
দাঁত খুঁটতে খুঁটতে ধাঙড় কালকের
পচাইয়ের কথা ভাবছে
বাবুলেরা তিন ভাই তুখোড় নেচেছে
কালীপুজোর ভাসানে।

ছবি ২

কবিতার ক্লিশেগুলো ফেলে দেয় আঁস্তাকুড়ে
দেখে, বেড়ালেও চাটেনা ;
ঘর থেকে অতিকথনের পাতাগুলো উড়ে যায়
বিবর্তন দানা বাঁধে শিরায় শিরায়।

ছবি ৩

নিখিল বসুকে

'যেখানে বিষয় শেষ, কবিতা সেখানে শুরু'
ভীষণ শীতে লোমহীন কুকুরটা কাঁপছে
আনন্দময় কলিমিস্ত্রীর পাকাপোক্ত আলকাতরা
লাগানো দেওয়ালে ঠেস দিয়ে
নাচঘরের বামন যথার্থ হিহি হাসছে
রোদনপ্রিয় মানুষের চোয়াল ও চোখ
শক্ত হয়ে আসছে।

ছবি ৪

রণজিৎ দাশকে

আসামে বাস্তু খুইয়ে অমৃত গড়াই কলকাতার আশেপাশে
জমি খোঁজে
অমৃতের ছেলেপুলেরা পেটে কিল মেরে টিউকল চালায়
কেবলই রোমন্থন করে
কদলীগন্ধ পেয়ে বাস্তু সাপ ফেরে

সেবকেরা সবাই আছে সিমলায় সম্মেলনে
কল্পতরু উৎসব হয়
ধোঁয়া দেখে
ছেলেরা রাজেশ সেজে গড়িয়াহাটে দাঁড়ায়
শিস্ দেয়

ছবি ৫

খননের কাজ সেরে
জগন্নাথ বৈরাগী কড়াইয়ে চাপিয়েছে সবজী
সজল ফাল্গুন কেটেছে নির্মাণ সংকটে
মাটি খুঁড়ে ওরা দেখেছে গভীরতা, জল
আমরা কাটিয়ে উঠেছি আড়ষ্টতা।

ছবি ৬

রূপেন্দ্র নারায়ণ রায়কে

আখের ছিবড়ে চিবোয় দুপুরের গরু
বিচ্ছিন্ন গাড়ির চাকা গর্তে গেঁথে আছে ;
'দ' আকার সড়ক ধরে শহরে ধান আসে
ছেলেরা ব্যাকরণ পড়ে
পেতল ও তামার বাসনের শব্দ হয়
বাড়ির সামনে আঁস্তাকুড় বেড়ে ওঠে

নির্মাণ শাসন করে একান্ত বিষয়ী।

নির্মাণ

শোনো ছোকরা
রাস্তাটা কেমন তোমাদের, একটু বাঁকা ?
জনৈক মাতব্বর প্রশ্ন করেন
ছোকরা ঘাড় নাড়ে
যুদ্ধে তাড়া খাওয়া সৈন্যের মত আঁকাবাঁকা, কিন্তু সহজ
অফলা, অফলা—ওরা বলে
জমির অনুর্বরী ওষুধ
যুবক ছিপে মাছের মত শব্দ ও নারীকে টানে
নিজেই সে তৈরি করে দর্শন
ছড়িয়ে রাখে বইপত্র, মেঘ এলোমেলো।

বিরাশী সিক্কা গাঁট্টার মত ভারী কিছু এসে পড়ে
মঞ্চ ও পাঠাগার থেকে
মগজটা ছোট ব্যাসে মাপা যায়,
পিছলে পড়ে পাঁকাল
কেবল স্থির থাকে খরা,
যুবক ভাবে
বরং নিজেই কিছু তৈরি করি।

দ্যৌস্ আসছেন

উড়ছে পাখির পালক, সুন্দরীর চুল, ভালমন্দ
উড়তে উড়তে হঠাৎ
থেমে যাওয়া
বেড়াল একটানা কাঁদছে
এক ঝাঁক বাদুড় টেনে নেয় নির্মল আকার

আমি ছাদ থেকে দেখছি
একবার নীচে ওপরে একবার
মেঘ ভেদ করে
দ্যৌস্ আসছেন !

কলকাতা

কলকাতা আয়েস করছে
সহিষ্ণু গাছেদের দান সরে গিয়ে
দাঁড়িয়েছে মাঝ গঙ্গার জাহাজের ওপর
জাহাজটি এক অতি পরিণত কিশোরের চোখে ভাসছে

বাড়ন্ত ঘর, বাড়িব পেছনে আরোও অনেক বাড়ি
চলন্ত ধাপ, ধোঁয়াব জটলা উঠছে শূন্যে
উঠতে উঠতে কখন পাখির শরীর আড়ালে ফেলে
কখন মাছের আকার ভাঙতে ভাঙতে নামছে
কলকাতা বাড়ছে।

উত্তর বিহার থেকে তীর্থযাত্রীরা আসছে সার বেঁধে
তান্ত্রিক যুবকেরা কলকাতা ছেড়ে গেছে
তাদের পায়ের চিহ্ন মিলিয়েছে গুহায়,

কেউ জানেনা
বিজ্ঞানীরা ফু দিয়ে অর্বুদ অণু ওড়ায়
এইখানে থাকতেন মধুস্থদন দত্ত
কেউ চিনতে পারে না
কথাবার্তা চলে
সরে আস্থন
নর্দ্দমার ভেতর থেকে উঠছে হাঁস
চলছে গাড়ি যাতুকরের
খোঁড়া ভিখারী চমকে দেখে

আসছে এক বস্ত্র খণ্ড ;
বুদ্ধের ছবি ছোঁয় শ্রীরামকৃষ্ণের স্ট্যাচু।
কলকাতা আয়েস করছে
ভাসছে জাহাজ
ভাসতে ভাসতে
এক অতি পরিণত কিশোরের চোখ।

হননের রাত

পড়ছে উল্কাপিণ্ড, শিলা, আরও কঠিন কিছু,
কোত্থেকে ?
তার কোনো উৎস নেই
আছে নরম অনুভূতির বাইরে ।
পড়ছে শরীর, অব্রণ শরীর
ভীষণ শীত যাকে ঘিরে আছে

তুমি পড়ছ ললিত পদবন্ধ
রুক্ষ একটা বলয় মোড়ের মাথায় উঠে আসছে ।

আঁকড়ানো

এসব চিন্তা আজও তুলোর পর্যায়ে,
সে কি ভেবেছে মরচের কথা
যখন ধাতুর ফলায় চকচক করে জল ?

মৃত লোকেদের স্পষ্ট জিভ কথা বলে ;
পশ্চিম দিক থেকে আসে মধু আর ছিবড়ে
শোনা কথাগুলো মুখ বদল করে চলে যায়
ব-দ্বীপের ওপর দিয়ে বর্ষা নামে।

ভাঙা কাঁচের টুকরো তুলে নেয় সে,
পা কাটে, ছুঁড়ে দেয়
দাঁতে রাখে দাঁত
হাত খোলা রাখে।

অন্ধযুগ

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালকে

কথার বিরুদ্ধে, কথা জমে
মরচে ধরেছে কথাবার্তায়
মুখ তুলে বাদুড় রাত্রির সন্ধান করে
ওষুধ মেশানো 'দর্শন'
ভীষণ কালো রঙ ধরে ঘুরছে
উঠোনের কোণে ভোর ঢোকেনা।

যারা বেরবে দিন, রাত, রঙ ভাবেনা তারা
দরজা জানলা খোলে।

নিভন্ত ঋতু

সাদা গোলকের পরে আরো সাদা গোলক
দ্রুত যাতায়াত করে,
আমরা দেখেছি শিকড়বিহীন গাছের বাড়
ছড়িয়ে পড়ার জায়গা গুলো পেছিয়ে যায় দূরে
কালো থামের পাশে আরো কালো থাম
বেলা পড়ে ব্যর্থ প্রেমিকের চিঠি হয়ে
ব্যস্তবাগীশ লোক, তাড়াতাড়ি ফেরার মুখে
ঝুঁকি নেয়

ঝুঁকি নিতে নিতে কত সরু হয়ে গেছে
পৌষ মাস।

দুটি কবিতা

সম্প্রতি

সাতটি জঘন্যতম পাপ প্রগতিমুখী
হাওয়া ভরে উড়ছে গুড়ো চুণ
বস্তু অস্ত প্রাণ মানুষেরা ঝুঁকে পড়ে
দেখছে ফিকে, আরোও ফিকে

বাঘেরা সুন্দরবন ছেড়ে গেছে
দোকানে বিক্রি হয় বাঘের ছবি
হাওয়ার ওজন বেড়েছে বেশ কয়েক সের
দোকানে বিক্রী হয় আবীর ও আলকাতরা।

সম্ভাবনা

খনি শেষ
বন্ধু ওঁরাও অরবিন্দ সরণিব
ল্যাম্পপোষ্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে
সৃষ্টি ও লয় তার পায়ের কাছে পড়ে
খনিতে পাথর নেই
সম্ভাবনা আছে

আজ ভোরবেলা থেকেই রূপান্তর শুরু
দেওয়াল ভর্তি কারা লিখছে 'সমষ্টিগত সুখ'
সুখী লোক ফিরছে আনাজ আর মাংস কিনে
সম্ভাবনা আছে।

পৃষ্ঠা তিপ্পান্ন

শরীর ভীষণ হালকা হয়ে উড়ছে
কঙ্কাবতীর মত উদ্ভট জীবের পিঠে চড়ে
নীচের ফুটপাথ দেখুন
কয়েকটা ছায়া ছুটছে
খুটছে ঘাসবীজ
'সাহেব, দুটো পয়সা'
মাটিতে ধাতব করুণার শব্দ,
শিশুরা দুপয়সাকে ধ্রুব-নক্ষত্র বলে জানে ৷

তিপ্পান্ন পৃষ্ঠার ছবি দেখুন
কিলবিল করছে সাপ
ওরা নধর ইঁদুর খুঁজছে
রাস্তায় ইঁদুর নেই, যা আছে তা ভাঁড়াবে।

ওপরে অন্নপূর্ণা আছেন
আছে বসন্ত-নিবাস-সুষমা
ক্লীবের ব্যাজন
আর খড়্গের বন্দনা

নীচে দারিদ্র্য সীমা।

তারপর.......

তারপর কোথায় ?
একটা যান্ত্রিক শব্দ তাড়া করেছে
দৌড়ে দৌড়ে
নদী ফুরিয়ে যায়
মাঠ ফুরিয়ে যায়
দেখা হয় পাড়াগাঁ দেখতে আসা
এক দঙ্গল ছেলের সঙ্গে
আশ্চর্য লাঙল দেখে
ওরাও বোঝেনা।
দেখুন, ফিরে আসতে হবে
সেই ভীড়, নড়া চড়া
অথচ কোথাও কিছু নেই
হাতে নথ, জামা ময়লা
ফাঁকা মাথা
তারপর কোথায় ?

আলাপ

ধুলিয়ানের কাছে এসে ভেঙে গেছে গঙ্গা
ধীবর পরিবারের দুজন
একজন ভাঙা পাড়ের ওপর বসে
ডিঙিতে অন্যজন
কথাবার্তা বলছিল

মহাজনী নৌকা থেকে একটা কাঠ পড়ল জলে
পড়ে ভাসতে লাগল
কাঠকে কুমির ভেবে ডাঙার লোকটা
দু' পা পিছিয়ে গেল
বলল ডিঙির লোকটা
কাঠটাই কুমীর।

কথাবার্তা

সন্ধ্যা ঘন নীল হয়ে ফেটে পড়ছে
বসে আছে দুটি তরুণী
একদল রাহু হাঁ করে আছে, বলে একজন
অন্যজনের চমক ভাঙে
নীলিমাকে তার একতাল মাংস মনে হয়
বিকৃত স্বরে বলে

ম   ম
     ম
ম   ম

সডদলপদ্মের থেকে উঠে আসে এক ডাকিনী
কথাগুলো টেনে নেয়
                    নিজস্ব মায়ায়
প্রচণ্ড শঙ্খের শব্দে বলে

কা	লো	দি	ন
লো	ভ	ল	য়
দি	ল	লো	ভ
	য়	ভ	য়

ক	থা	ক	থা
থা	ক	থা	ক
থা	ক	ক	থা
ক	থা	থা	ক

ঘোরে ধ্বনি অর্ধভ্রমক আকারে
কাঠে হেলান দিয়ে বসে ডাকিনী
                    কোঁচকানো মুখ
কখন উবে যায় সমস্ত পোষাক
তন্বীর উন্মুক্ত পিঠে বেণী দুলে ওঠে।